Descartes – father of Modern Philosophy

১) পুর্বতন দর্শনচিন্তার প্রতি অনাস্থা- আপ্তবাক্য কে প্রামান্য রূপে অস্বীকার।

২) জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য।

লক্ষ্য- বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধান ও তার প্রতিষ্ঠা।

৩) লক্ষ্য লাভের উপায়- কতকগুলি ধারণার অনুসন্ধান করা যা স্পষ্ট এবং বিবিক্ত এবং যাদের ওপর নির্ভর করে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব হতে পারে।

Method of Doubt সংশয় পদ্ধতি

কার্তেসীয় পদ্ধতি ← গাণিতিক পদ্ধতি

দুটি মৌলিক মানসিক ক্রিয়া –১) স্বজ্ঞা ২) অবরোহণ

১) স্বজ্ঞা - বুদ্ধিজাত প্রত্যক্ষ যা এতই স্পষ্ট ও বিবিক্ত যে তাকে কোনভাবেই সংশয় করা চলে না— নিশ্চিত জ্ঞানলাভের উৎস

২) অবরোহণ

Discourse on Method

১) যা কিছু সংশয় যোগ্য তাকেই সংশয় করতে হবে এবং কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যা আমার কাছে স্পষ্ট ও বিবিক্ত রূপে গন্য হবে,কেবল তাকেই আমি সংশয়াতীত সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি। (DOUBT)

(1) Accept nothing as true that is not presented to the mind so clearly and distinctly as to exclude all grounds of doubt.

২) জটিল জ্ঞানের বিশ্লেষণ (ANALYSIS)

(2) divide problems into their simplest parts.

৩) সংশ্লেষণ (SYNTHESIS)

(3) solve problems by proceeding from simple to complex,

৪) অন্য বিধিগুলির ঠিক মতো রুপায়ন হচ্ছে কি না, দেখতে হবে।

(4) recheck the reasoning.

সংশয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঃ Characteristics of the Method of doubt

1) Universal সার্বিক

2) Methodic পদ্ধতিগত

3) Provisional সাময়িক

4) Theoretical, not practical তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক নয়

Cogito Ergo Sum:

আমার সকল বিশ্বাসকে সংশয় করা গেলেও সংশয়কর্তা হিসেবে আমার অস্তিত্বকে সংশয় করা যায় না।

আমার অস্তিত্ব না থাকলে দুষ্ট দানবের দ্বারাও আমার প্রতারিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

সার্বিক সংশয় -→ আমার অস্তিতের সংশয়াতীত জ্ঞান।

I think, therefore I am -→ indubitable, self-evident truth.

আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।

এই বচনটি সংশয়াতীত, স্বতঃসিদ্ধ্য সত্য।

চিন্তা → ইচ্ছা, অনুভূতি, সংকল্প, আবেগ, সংবেদন, স্বরণ

আমি- এমন কেউ যে সংশয় করে, ইচ্ছা করে, অনুভব করে, অনুমোদন করে......

I – It is a thing who doubts, understands, affirms, denies, wills, refuses and which also imagines and feels.

I think, therefore I am -→ indubitable, self-evident truth because it is clear and distinct.

এই বচনটি সংশয়াতীত, স্বতঃসিদ্ধ্য সত্য বলে গন্য কারণ এটি বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট ও বিবিক্ত।

স্পষ্ট ও বিবিক্ত—যার বিরোধী জ্ঞান স্ববিরোধী

Clear and distinct- the opposite of which is self-contradictory

Clear সাক্ষাৎ- direct experience (e.g. pain- clear but not distinct)

Distinct বিবিক্ত- experience which can be distinguished from other experiences.

I think, therefore I am -→ **not an inference**; it is immediate, self-justified knowledge obtained intuitively.

===

Descartes on the Criterion of Truth সত্যতার মানদণ্ড – Third Meditation

একটি বচনের মধ্যে কোন জিনিসটি থাকা প্রয়োজন যাতে সেটি সত্য ও নিশ্চিত হয়ে ওঠে?

It seems to me that I can establish as a general rule that all things which I perceive very **clearly** and very **distinctly** are true.

স্পষ্ট ঃআমি সেটিকেই স্পষ্ট বলি যা এক মনোযোগী মনের কাছে ঠিক তেমনভাবে প্রদত্ত ও প্রতিভাত হয় যেমনভাবে আমরা কোন বস্তুকে স্পষ্ট দেখি যখন সেটি চোখের কাছে উপস্থিত হয়ে পর্যাপ্ত শক্তিতে ক্রিয়া করে। ---সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ অনুভব, বিচার বিবেচনা ছাড়াই স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে প্রকটিত।

বিবিক্তঃ একটি জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য কে অন্যান্য জ্ঞান থেকে ভিন্ন করে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা – বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন।

একটি ধারণার বিবিক্ত হওয়ার ন্যুনতম পুর্বশর্ত- ঐ ধারণাটির বিরোধী কোন ধর্ম তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কোন একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েও বিবিক্ত নাও হতে পারে, কিন্তু বিবিক্ত হতে গেলে আগে বিষয়টিকে স্পষ্ট হতেই হবে।

স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা মানদণ্ডটি যে সঠিক তার নিশ্চয়তা কোথায়? এমন চিন্তা কি করা যায় না যে , আমার কাছে যা স্পষ্ট ও বিবিক্ত মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়?

এরকম চিন্তা স্ববিরোধী নয় তবে এমন চিন্তা কতে গেলে ঈশ্বরকে প্রতারকরূপে গন্য করতে হবে। কিন্তু ’ঈশ্বর প্রতারক’ – এই বাক্য স্ববিরোধী।

Criticisms

১) Watling- এটা কোন সাধারণ নিয়ম হতে পারে না।

2+2=4 → স্পষ্ট ও বিবিক্ত কিন্তু দেকার্ত এই বচনটির সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

Cogito ergo sum → সংশয় করেননি।

২) দেকার্তের মানদণ্ড থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে – আমি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত, এই ঘটনা থেকে এ কথা অনুসৃত হয় যে , নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কোন কোন শর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন, তা আমি জানি। কিন্তু—নিম্নতর প্রাণীরা অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও সেই জ্ঞানের শর্তগুলি তো জানে না।

৩) বিজ্ঞান (বস্তুস্থিতির) বচনগুলির বিচার করা যাবে না।

৪) সত্য বিচারের মানদণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা এবং এক অপ্রতারক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ- এই দুইয়ের মধ্যে দুষিত চক্র (Vicious Circle) তৈরি হয়েছে।

Arnold: আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ঈশ্বর অস্তিত্ববান কারণ আমরা তা স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে প্রত্যক্ষ করি। কাজেই ঈশ্বর আছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পুর্বে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, যা কিছু স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে প্রত্যক্ষ করি, তা সত্য।

Erdmann’s reply: সত্যতার মানদণ্ডটি হল ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞানগত ভিত্তি (ratio cognascendi); কিন্তু ঈশ্বর হলেন সত্যতার মানদণ্ডের অস্তিত্বের কারণ বা ভিত্তি (ratio essendi).

তাই কোন চক্রক দোষ নেই।

==

দেকার্তের মতে ধারণা ঃ

১) প্রতিটি অর্থপুর্ণ শব্দের অনুশঙ্গী একটি ধারণা আমার মধ্যে আছে।

২) কোন ব্যক্তির X সম্পর্কে ধারণা থাকার পর্যাপ্ত শর্ত হল সে জানবে কেমন করে X-কে ব্যবহার করতে হয়।

৩) শব্দ ও ধারণার মধ্যে সরল, এক-এক আনুরূপ্য নেই।

যেমন ‘শূন্য’ শব্দটির অনুরূপ কিছু নেই, আবার ‘সুর্য’ শব্দটির একাধিক ধারণা আছে

উৎপত্তির দিক থেকে দেকার্ত ধারণাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন; Three types of ideas

বিভাজনটি চূড়ান্ত – কোন ধারণা একই সঙ্গে দুটি শ্রেণীতে থাকতে পারে না।

ক) আগুন্তুক বা বহিরাগত ধারণা Adventitious idea ঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ, আপতিক এবং এই ধারণাগুলি স্পষ্ট ও বিবিক্ত নয়।

খ) কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারণা Factitious ideaঃ আগন্তুক ধারণা + কল্পনা' ; স্পষ্ট ও বিবিক্ত নয়।

গ) সহজাত ধারণা Innate ideaঃ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, বুদ্ধিলব্ধ, স্পষ্ট ও বিবিক্ত।

ঈশ্বরের ধারণাটি সহজাত কিন্তু He never intended to imply that infants in the womb have an actual notion of God, but only that there is in us by nature an innate potentiality whereby we know God.

Arguments in favor of existence of God

1) প্রথম রূপ ঃ Causal argument: **কারণিক যুক্তি** God is the cause of the 'idea of God' in my mind. ইশ্বরের ধারণার স্রষ্টা হিসেবে ইশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

The argument is based on two self-justifying assumptions:

a) ex nihilo nihil fit- Nothing comes from nothing

b) the cause of an object must contain at least as much reality as the object itself.

- Heat cannot be produced in an object which was not previously hot, except by something of at least the same order of perfection as heat.
- A stone, for example, which previously did not exist, cannot begin to exist unless it is produced by something which contains, either formally or eminently everything to be found in the stone.

Argument for the Existence of God (I)

P1: Every effect must have causes and the ideas in my mind have causes. প্রতিটি কার্যেরই কারণ থাকবে এবং আমার মনে উপস্থিত ধারণাগুলিরও কারণ থাকবে।

P2: I have an idea of God as an infinitely perfect being.
আমার এমন এক ইশ্বরের ধারণা আছে যে অসীম, পুর্ণ সত্তা।

P3: The cause of any idea must have at least as much formal reality as the idea has objective reality.
কার্যের (ধারণা) মধ্যে যতটা বাস্তবতা /বৈশিষ্ট্য আছে, কারণে (ধারণার উৎসে) অন্তত ততটা বাস্তবতা/ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে।

P4: My finite mind itself could not have been the source of the idea.
আমার সীমিত মন এই ইশ্বর-ধারণার কারণ বা উৎস হতে পারে না।

P5: Only an infinitely perfect being has as much formal reality as my idea of God has objective reality.
কেবল একটি আদর্শ পুর্ণ অসীম সত্তার সেই সকল বাস্তব বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেই বৈশিষ্ট্যগুলি ঈশ্বরের ধারণায় বিদ্যমান।

C1: So the cause of my idea of God must really be infinitely perfect.

C2: So God, an infinitely perfect being, exists.

২) দ্বিতীয় রুপঃ যদি ঈশ্বর না থাকতেন, তাহলে আমি যে ঈশ্বরের ধারণার অধিকারী, সে অস্তিত্ববান থাকতে পারত? Whether I, who possesses this idea of God, could exist supposing there were no God?

এটা কি সম্ভব যে নিজের সত্তা আমি নিজের কাছ থেকে পেয়েছি, অথবা আমার মাতা পিতার কাছ থেকে অথবা ভিন্ন কোন উৎস থেকে যা ঈশ্বরের চেয়ে কম পুর্ণ?

First option: If I were not dependent on God for the creation of any of my ideas, I should have bestowed on myself every perfection of which I possessed any idea and would thus be God. আমার কাছে সংশয় বলে কিছু থাকত না, কোন অভাবই থাকত না, আমি পুর্ণ হতাম। But I am not conscious of nothing of this kind, and by this I know clearly that I depend on some being different from me.

Second option: আমার মাতাপিতাও আমার অস্তিত্বের কারণ নয় এজন্য যে আমার মনে যে পুর্ণতার ধারণা আছে তা উৎপন্ন করার ক্ষমতা আমার অপুর্ণ মাতাপিতারও নেই।

অতএব, ঈশ্বর কেবল ঈশ্বরের ধারণার স্রস্টাই নন, তিনি আমারও কারণ, যে এই ঈশ্বরের ধারণা বহন করে চলি।

সত্তাতাত্বিক যুক্তিঃ Ontological argument

Existence can no more be separated from the essence of God, than the idea of a mountain from that of a valley, or the equality of its three angles to two right angles, from the essence of a triangle.

Existence is a predicate.

ঈশ্বরের ধারণাটি হল এমন সত্তার ধারণা যিনি সকল পুর্ণতার অধিকারী- যার সারধর্ম সকল পুর্ণতাকে প্রকাশ করে; একটি পুর্ণতা হল অস্তিত্ব; সুতরাং, ঈশ্বরের সারধর্ম আবশ্যিকভাবে তার অস্তিতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

=================

বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণঃ

বাহ্য জগত বলে কি বাস্তবিক কিছু আছে?

পরোক্ষ প্রমাণ Indirect proof

মনে কর- বাহ্য জগত নেই।

1st option: ইন্দ্রিয় সংবেদনগুলি বাইরে থেকে আসেনি। আমাদের মনই ইন্দ্রিয় সংবেদনের ধারণাগুলি উৎপন্ন করে।

2nd option: ঈশ্বরই বাহ্যজগতের ধারণা আমাদের মনে স্থাপন করেছেন, যার অনুরূপ জগত বাস্তবে নেই।

1st option: বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুনগুলি যেমন length, breath, weight etc. কে মন সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের গ্রহণ করতে মন বাধ্য থাকে। যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ মনের উপর নির্ভরশীল নয়, মন তাদের স্রষ্টা হতে পারে না।

2nd option: এরকম বললে ঈশ্বরকে প্রতারক ও প্রবঞ্চকরূপে গন্য করতে হয়। পরিপুর্ণসত্তা রূপে ঈশ্বর প্রবঞ্চক- কথাটি স্ববিরোধী।

জড় অথবা জড়ধর্ম প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিগম্য। বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকেই তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়, ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমে নয়।